চতুর্থ অধ্যায়

উৎপাদন ও সংগঠন

Production & Organisation

উৎপাদন ও সংগঠন একই ধরনের দুটি বিষয়। শরবত একটি উৎপাদিত দ্রব্য। শরবত তৈরি করতে পানি, চিনি, লেবু ইত্যাদির প্রয়োজন। উপকরণ ব্যবহার করে দ্রব্য উৎপাদন বা উপযোগ বা তৃপ্তি সৃষ্টি করা যায়। আর এ কাজটি করে থাকে সংগঠন। উৎপাদন করতে উপকরণ যেমন পানি, চিনি, লেবু লাগে, কীভাবে উৎপাদন করবে তার একটি পরিকল্পনা করতে হয়, উৎপাদন করার সময় বিভিন্ন জন বিভিন্ন কাজ করেন– যোগ্যতা অনুযায়ী এই কাজগুলো বণ্টন করতে হয়, উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য বাজারে নিতে হয়। এ ধরনের কাজগুলো করে সংগঠন। সংগঠন দক্ষ না হলে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় না।



আশা করা যায় যে এই অধ্যায়ের পাঠশেষে আমরা–

- উৎপাদনের ধারণা বর্ণনা করতে পারব
- উৎপাদনের সাথে উৎপাদকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- উৎপাদনের উপকরণসমহ বর্ণনা করতে পারব
- সংগঠন ও এর বিকাশ আলোচনা করতে পারব
- গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- উৎপাদন ব্যয়ের ধারণাটি বর্ণনা করতে পারব
- প্রকাশ্য ব্যয় ও অ-প্রকাশ্য ব্যয় চিহ্নিত করতে পারব
- ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব
- উৎপাদনশীল কর্মকাÊ এবং উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হব
- ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি সারণি ও লেখচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করতে পারব

৪.১ উৎপাদন ও উৎপাদক (Production and Producer)

উৎপাদন বলতে মলত উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়। উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় মল্য থাকতে হবে। আবার উপযোগ সৃষ্টি না হলে উৎপাদন বোঝায় না। উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। যেমন–আটা, লবণ, পানি, বেলুন ইত্যাদি ব্যবহার করে রুটি বানানো হয়। রুটি একটি উৎপাদিত নতুন দ্রব্য। রুটি খেয়ে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করি বা তৃপ্তি পাই। অর্থাৎ রুটি তৈরি করে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা টাকা বা অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে রুটি পেতে পারি। অর্থাৎ নতুন দ্রব্য রুটির বিনিময় মূল্য আছে। ব্যবসা করার জন্য রুটি বানানো হলে অনেক সময় রুটিগুলো বাজারে নিয়ে যেতে হয়। উপকরণ সংগ্রহ থেকে বাজারে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব কাজ তদারকি করে সংগঠন। যেমন কী উপকরণ লাগবে, কোথা থেকে উপকরণ আনবে, কে আনবে, কে লবণ, আটা, পানি মিশিয়ে খামির তৈরি করবে, কে রুটি বেলবে, কে ছেঁকবে, কে বাজারে নিবে, কত দামে বেচবে, এই সবই দেখে সংগঠন। সব কিছু সংগঠন দক্ষতার সংগে তদারকি না করতে পারলে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ থেকে সর্বো"P পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হবে না। একই ব্যক্তি সংগঠক এবং উৎপাদক হতে পারে। উৎপাদন বা উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে পাঁচ ভাগে দেখানো যায়। যেমন-

১. **রূপগত উৎপাদন :** দ্রব্যের রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন দ্রব্য উৎপাদন করাকে রূপগত উৎপাদন বলে। যেমন, কাঠকে সুবিধামতো পরিবর্তন করে খাট, চেয়ার, টেবিল বানানো হয়। খাট, চেয়ার, টেবিল হলো রূপগত উৎপাদন।

২. **স্থানগত উৎপাদন :** কোনো কোনো দ্রব্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানাŠÍর করলে তার উপযোগ বাড়ে। যেমন, বনের কাঠ সাধারণত বনের আশেপাশের লোকজন খড়ি হিসেবে ব্যবহার করে। শহরে আনলে মানুষ এই কাঠ দিয়ে আকর্ষণীয় আসবাবপত্র বানাতে পারে- ফলে এর উপযোগ বাড়ে। আবার বনে ফুলের তেমন কদর নেই। কিন্তু সেই ফুল সহ গাছ শহরের বাড়ির আঙিনায় রাখলে এর কদর বাড়ে অর্থাৎ উপযোগ বাড়ে।

৩. **সময়গত উৎপাদন :** সময়ের ব্যবধানে অনেক জিনিসের উৎপাদন ও উপযোগ বাড়ে। এদেরকে সময়গত উৎপাদন বলে। যেমন, পৌষ-মাঘ মাসে ধানের মৌসুমে ফলন বেশি হয়। আবার এই সময়ে ধানের দাম কম থাকে। এ সময় ধান মজুদ করে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যায়।

৪. **সেবাগত উৎপাদন :** মানুষ তার সেবা দ্বারা যে উৎপাদন সৃষ্টি করে তাকে সেবাগত উৎপাদন বলে। শিক্ষক শিক্ষাদান করে শিক্ষিত মানুষ তৈরি করে, ডাক্তার চিকিৎসা দিয়ে মানুষের শরীরকে সুস্থ রাখে বা উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখে বা বৃদ্ধি করে।

৫. **মালিকানাগত উৎপাদন :** কোনো কোনো অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবার মালিকানা পরিবর্তন করে অতিরিক্ত উৎপাদন সৃষ্টি করা যায়। যেমন, অব্যবহৃত জমি কিনে একজন কৃষক চাষাবাদ করে উৎপাদন করতে পারে অথবা ব্যবহৃত জমি কিনে ভালোভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে পারে।

উপরে তোমরা উৎপাদনের ধারণা পেলে। এবার তোমরা জানতে পারবে এই উৎপাদনের কাজটি কে বা কারা করে। রমজান আলী একজন কৃষক। তাঁর ৩ বিঘা কৃষিজমি রয়েছে। এই জমিতে রমজান এক ঋতুতে ধান উৎপাদন করেন, অন্য ঋতুতে গম উৎপাদন করেন। ধান ও গম উৎপাদনের মাঝখানে সবজি চাষ করেন। সব উৎপাদনের জন্য উপকরণ হিসাবে বীজ, সার, পানি, কীটনাশক, ধান-গম কাটা ও মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করেন।

জনাব তাহের আলী একটি গার্মেন্টস শিল্প স্থাপন করে অনেক নারী-পুরুষ শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করলেন। তাঁর শিল্পে উৎপাদিত ব¯‘ বিদেশে রপ্তানি করে তিনি অনেক আয় করেন। শিল্পে নিয়োজিত সব শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

কাজ : (১) উপকরণ ও সৃষ্ট-দ্রব্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

কাজ : (২) নিচের পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে উৎপাদনের প্রকারভেদ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস কর। (ক) মাছের পুকুর, (খ) সৈনিকের কাজ, (গ) পিতামাতার আদর স্নেহ, (ঘ) বাবার m¤úwË সন্তানকে প্রদান (ঙ) লোহা পিটিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি, (চ) গম থেকে আটা, (ছ) আখ থেকে চিনি, (জ) ধান থেকে চাল, চাল থেকে পিঠা, (ঝ) গ্রামের কলা, djgj, সবজি শহরে ¯’vনান্তর, (ঞ) অগ্রহায়ন মাসের আলু আষাঢ় মাসে বিক্রি ইত্যাদি।

কাজ : (৩) রমজান আলীকে একজন উৎপাদক না সংগঠক বলবে তা উল্লেখ কর।

কাজ : (৪) বেকার সমস্যা সমাধানে তাহের আলীর ভমিকা লিখ।

৪.২ উৎপাদনের উপকরণ (Factors of Production)

মনে কর তোমার এলাকায় গম, আলু, কলা, ধান, ইত্যাদি কৃষিপণ্য এবং কাপড়, বিস্কিট, প্লাস্টিক ইত্যাদি শিল্পপণ্য উৎপাদন হয়। এই কৃষিপণ্য ও শিল্পপণ্য উৎপাদনে অনেকগুলো উপকরণের প্রয়োজন হয়। কৃষকের ধান উৎপাদন করতে জমি, বীজ, সার, পানি, সেচ, শ্রমিক ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। আবার শিল্পপণ্যের জন্য কারখানা, বিল্ডিং, কাপড়, সুতা, মেশিন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ময়দা, চিনি, তৈল, শ্রমিক লাগে। এসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে আবার প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন মাটি, মাটির উর্বরা শক্তি, আলো-বাতাস, পরিবেশ, খণিজ দ্রব্য, সর্য কিরণ, পানি, আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। এখানে যেসব দ্রব্যের কথা বলা হলো এগুলো হ"Q উৎপাদনের উপকরণ। অতএব কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য যেসব দ্রব্য বা সেবাকর্ম প্রয়োজন হয় সেগুলোকে উৎপাদনের উপকরণ বলে।

উৎপাদনের উপকরণ মলত চার ধরনের হয়। যেমন, ১. ভমি (Land), ২. শ্রম (Labour), ৩. মলধন (Capital), এবং ৪. সংগঠন (Organisation)

১. **ভমি :** উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদকে ভমি বলে। যেমন, জমি, মাটি, মাটির উর্বরা শক্তি, খনিজ দ্রব্য, বনজ ও জলজ সম্পদ, সর্য কিরণ, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া প্রভৃতি সব রকম প্রাকৃতিক সম্পদ ভমির অন্তর্ভুক্ত।

২. **শ্রম :** উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। উৎপাদনে চাষী, জেলে, কামার, কুমার, তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকের কায়িক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। আবার অফিস আদালতের কর্মচারী-কর্মকর্তার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকেও শ্রম বলা হয়। একইভাবে শিক্ষকের শিক্ষাদান, ডাক্তারের সেবা ও উকিলের পরামর্শও শ্রম।

৩. **মলধন :** মলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত একমাত্র উৎপাদনের উপকরণ। এই উৎপাদিত উপকরণ মানুষ ভোগ না করে নতন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করে। যেমন-যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কারখানা, অফিসের আসবাবপত্র প্রভৃতি।

৪. **সংগঠন :** সংগঠনকে সমন্বয়কারী বলে। উৎপাদন ক্ষেত্রে ভমি, শ্রম মলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। সমন্বয় ঘটানো এবং কাজ পরিচালনাকে ব্যবস্থাপনাও বলা হয়। এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্্রাদন করে থাকেন তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে। তাই উদ্যোক্তার বিভিন্ন কাজ, যেমন, কোনো কিছু উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, ভমি, শ্রম, মলধন, একত্রীকরণ ও তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন ও ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা এসবই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন এ চারটি উপকরণের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটির অনুপস্থিতিতে উৎপাদন সম্ভব নয়। অবশ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে সব উপকরণের গুরুত্ব একরকম নয়। অবস্থাভেদে কোনো উপকরণ বেশি আবার কোনো উপকরণ কম প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান ও জনবহুল দেশ বলে এখানে মূলধনের তুলনায় ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বেশি। আবার উন্নত শিল্প প্রধান দেশ যেমন–যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশে ভূমি ও শ্রমের তুলনায় মূলধনের গুরুত্ব বেশি।

কাজ : (১) দেশের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনের উপকরণসমূহ কী কী হতে পারে?

দেশের নাম উৎপাদনে ব্যবহৃত	গুরুত্বপূর্ণ উপকরণসমূহ
বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ	....
জাপান শিল্পনির্ভর দেশ	....

কাজ : (২) উৎপাদন খাতে অধিক গুরুত্ব অনুযায়ী উপকরণগুলো সাজাও।

উৎপাদন খাত	অধিক গুরুত্বের ভিত্তিতে উপকরণগুলো হ"Q
কৃষি	....
শিল্প	....

৪.৩ সংগঠন ও এর বিকাশ (Organisation and Its Development)

আয়েশা বেগম তাঁর সংসারের যাবতীয় কাজের ফাঁকে বাড়িতে একটি হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন। এই খামার থেকে সারা বছরই কমবেশি ডিম উৎপাদন হয়। এক বছর পর সরকারি মাছের খামার দেখতে যান আয়েশা এবং এর পর থেকে তাঁর মাথায় হাঁস-মুরগির খামারের পাশাপাশি মাছ চাষ করার আগ্রহ জাগে। এক বছরে হাঁস-মুরগির খামার থেকে ডিম বিক্রির নীট আয় বিশ হাজার টাকা দিয়ে তিনি বাড়ির পাশে ২ বিঘা জমিতে পুকুর করে বিভিন্ন জাতের মাছ চাষ শুরু করেন। দুটি খামারে নতুন করে কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ পায়। হাঁস-মুরগির খামার থেকে ডিম বিক্রি এবং এক বছর পরে পুকুরের মাছ বিক্রি শুরু হলে আয়েশার উপার্জন বাড়তে থাকে। তিনজন সন্তানের পড়াশোনার খরচ এবং সংসারের অন্যান্য যাবতীয় খরচ মিটিয়ে আয়েশার সঞ্চয়ও বাড়তে থাকে। আয়েশার কাজকর্ম বাড়ায় তাঁর স্বামী রহমত আলী শহরের চাকুরি ত্যাগ করে গ্রামে ¯¿ীর খামারে যোগ দেন। উভয়ের প্রচেষ্টায় তাঁরা বেশ কিছু জমি, হাঁস-মুরগি এবং মাছ চাষের আওতায় নিয়ে আসেন। ১২ জন নারী-পুরুষ শ্রমিকও নিয়োগ করেন। প্রত্যেক শ্রমিকের কাজও বুঝিয়ে দেন তাঁরা। আয়েশা এবং রহমত পালাক্রমে শ্রমিক কর্মচারী এবং খামারসমূহ তদারক করেন। ডিম ও মাছ বাজারজাত করে বেচা-কেনার ব্যবস্থাও করেন তাঁরা। তাদের সাফল্য দেখে গ্রামের অনেকে তাঁদের অনুসরণ করে গ্রাম ও এলাকা

জুড়ে হাঁস-মুরগির খামার এবং মাছ চাষ শুরু করেন। ডিম ও মাছ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে পাইকার নিয়মিত আসে আয়েশার গ্রামে। কয়েক বছরে এলাকাটি কৃষি, হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষাবাদ করে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করে। এলাকায় এখন ব্যবসায়িক উদ্দেশে হাঁস-মুরগি ও মাছ উৎপাদন করা যায়।

আমরা কি বলতে পারি যে আয়েশা বেগম একজন সংগঠক? তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা কি বিকাশ লাভ করেছে?

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিত যে, ব্যবসায়িক উদ্দেশে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করাকে সংগঠন বলে। সত্যিকার অর্থে সংগঠন ছাড়া উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা প্রায় অসম্ভব। আধুনিক বিশ্বে উৎপাদন কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন জন বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব সংগঠক দক্ষতার সাথে যোগ্যতা অনুযায়ী ভাগ করে দেন। এভাবে কর্মীদের সহায়তায় উৎপাদন ও ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যবলি সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই কার্য সম্পাদনে কর্মীদের মধ্যে একটি পারস্পরিক কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক এই কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব কাঠামোই সংগঠন। সুতরাং সংগঠন হচ্ছে ব্যবসায়ের ভিত্তি।

সংগঠনের বিভিন্ন অংশ একসঙ্গে ধরে রাখা এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় রূপরেখা তৈরি সাংগঠনিক কাঠামোর কাজ। তাছাড়া বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব বণ্টন, নিয়ম-শৃংখলা গড়ে তোলা ইত্যাদি সাংগঠনিক কাঠামোর অন্তর্গত। ব্যবসায়ের আয়তন, উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ, শিল্পের প্রকৃতি, উৎপাদন প্রক্রিয়া, শ্রমিকের দক্ষতা প্রভৃতির উপর ব্যবসায়ের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ভরশীল।

ব্যবসায়ের সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ ও শাখার কাজকর্ম নির্দিষ্ট করে ভারপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মীদের পদগুলো ক্রমানুসারে সাজালে তা হতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কাঠামোর যে সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় তাকে সংগঠনের চিত্র বলে। সংগঠন ব্যবস্থাপনা যত সুন্দর ও সুষ্ঠু হবে ব্যবসায়ের সাফল্য তত বেশি হবে। সুতরাং সংগঠনই হলো ব্যবসায়ের মৌলিক ও প্রধান বিষয়।

কাজ : সাংগঠনিক কাজের একটি তালিকা তৈরি কর।

একটি ভালো সংগঠনের কতগুলো প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্য থাকে। তা হচ্ছে-

১. **ব্যবসার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি :** সংগঠনের প্রথম ধাপে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য কী হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুসারে ব্যবসায়ের সাংগঠনিক রূপ তৈরি করতে হয়। এই উদ্দেশ্য সম্ভাব্যর মধ্যে কোনটি মুখ্য, কোনটি গৌণ, কোনটি স্বল্পমেয়াদি এবং কোনটি দীর্ঘমেয়াদি তা নির্ধারণ করে নিতে হয়।

২. **ব্যবসার কার্যাবলি নির্ধারণ :** ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি ঠিকমতো নির্ধারণ করার পর ব্যবসায়ের সমগ্র কার্যাবলি বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, অর্থসংস্থান, শ্রমিক-কর্মী নিয়োগ, শ্রমিক- কর্মী সম্পর্ক প্রভৃতি। সেজন্য প্রয়োজন হয় হিসাবরক্ষণ, বিজ্ঞাপন ও প্রচার, পণ্য মজুদ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

৩. **কার্যাবলির বিভাগ :** কার্যাবলি বিশ্লেষণের পর কাজের ধরন ও উদ্দেশের মিল অনুযায়ী কাজগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। একই বিভাগের সহায়ক কাজ গুলোকে আবার উপ-বিভাগে ভাগ করা হয়। যেমন, উৎপাদন বিভাগ, ক্রয় বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, হিসাবরক্ষণ বিভাগ, প্রচার বিভাগ ইত্যাদি। অনেক সময় কোনো কোনো ব্যবসা আঞ্চলিক ভিত্তিতেও ভাগ করা হয়। কয়েকটি শাখা একত্রে আঞ্চলিক বিভাগ হিসাবে গণ্য হয়।

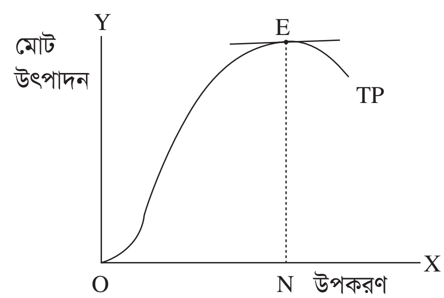
৪. **কর্তব্য বণ্টন :** ব্যবসায়ের প্রতিটি কর্মীর উপর একটি নির্দিষ্ট কাজের ভার অর্পণ করা হয়। অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুসারে প্রতিটি বিভাগে ও উপবিভাগের প্রতিটি কর্মীর সুনির্দিষ্ট কর্তব্য স্থির করা হয় এবং যে কর্মী যে কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ তাকে সেই কাজই দেওয়া হয়।

৫. **কর্তৃত্ব ও ভার বণ্টন :** ভার অর্পণ বলতে কর্তব্য পালনের উপযুক্ত কার্যনির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করাকে বোঝায়। প্রতিটি কর্মীকে স্বাধীনভাবে, নির্বিঘ্নে এবং যথাযথভাবে কাজ করার অধিকার দিতে হয়। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার একাংশ তাঁর অধ¯Íন কর্মীকে অর্পণ করেন। আবার অধ¯Íন কর্মী তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট কাজের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকেন। দুটি ভিন্নমুখী প্রবাহ অব্যাহত থাকলে সংগঠন সফল হয়।

৪.৪ মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন (Total, Average and Marginal Production)

কমল বাবু তাঁর এক বিঘা জমিতে ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৬০০ কুইন্টাল গম উৎপাদন করেন। এখানে গড়ে শ্রমিক প্রতি ৬০ কুইন্টাল গম উৎপাদন হয়। এই শ্রমিক প্রতি ৬০ কুইন্টাল গম উৎপাদনকে গড় উৎপাদন বলে। পরের মৌসুমে ১১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৬৫৫ কুইন্টাল গম উৎপাদন হয়। এখানে গত বছরের তলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৫৫ কুইন্টাল। এই ৬৫৫ − ৬০০ = ৫৫ কুইন্টাল গম উৎপাদনকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। অর্থাৎ অতিরিক্ত একজন (১১তম) শ্রমিক নিয়োগ করায় উৎপাদন বাড়ল ৫৫ কুইন্টাল। ১১তম শ্রমিক হলো প্রান্তিক শ্রমিক। সুতরাং প্রান্তিক শ্রমিকের উৎপাদন হলো ৫৫ কেজি। তাহলে এখানে ৬০০ কুইন্টাল হ"েQ মোট উৎপাদন, ৬০ কুইন্টাল হ"েQ গড় উৎপাদন এবং ৫৫ কুইন্টাল হ"েQ প্রান্তিক উৎপাদন। মোট, গড় এবং প্রান্তিক উৎপাদনকে চিত্রের সাহায্যে উপ¯'াপন করা হলো।

মোট উৎপাদন : বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের প্রভাবে যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে মোট উৎপাদন বলে।



মোট উৎপাদন রেখা

চিত্রে TP (Total Production) রেখা দ্বারা মোট উৎপাদন বোঝানো হয়েছে। মাত্র একটি উপকরণ ON পরিমাণ নিয়োগ করে E বিন্দুতে সর্বো"P NE পরিমাণ মোট উৎপাদন হয়।

গড় উৎপাদন : মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট উপকরণ বা উপাদান (শ্রমিক) দ্বারা ভাগ করলে গড় উৎপাদন পাওয়া যায়। (এখানে আমরা উপকরণ হিসেবে শ্রমিক নিয়েছি। অন্য উপকরণ নিয়েও গড় উৎপাদন বের করা যায়)।

$$\text{গড় উৎপাদন} = \frac{\text{মোট উৎপাদন}}{\text{মোট শ্রম উপকরণ}}$$

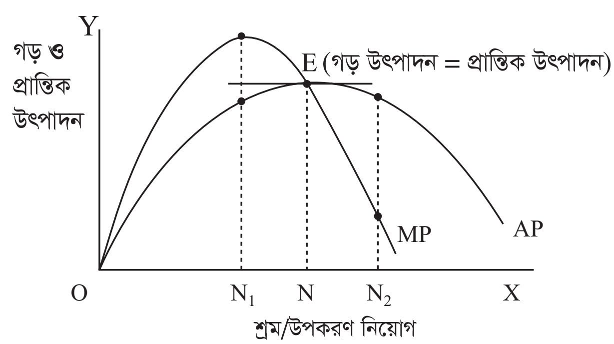
প্রান্তিক উৎপাদন : এক একক উৎপাদনের উপকরণের পরিবর্তনের (অর্থাৎ শ্রম বা মূলধন) ফলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। শ্রম ব্যবহার করলে শ্রমের বা মলধন ব্যবহার করলে মলধনের প্রান্তিক উৎপাদন বলব। অর্থাৎ উপকরণ বা শ্রমিক নিয়োগের ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রাšÍিক উৎপাদন বলে। পরের পৃষ্ঠার সারণি থেকে দেখা যায় শ্রম উপকরণ ১০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০ হলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১০ থেকে ২২ কুইন্টাল হয়। এখানে প্রান্তিক উৎপাদন হ"েQ (২২−১০) = ১২ কুইন্টাল। একইভাবে উপকরণ নিয়োগ ৩০ এ বৃদ্ধি করলে মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ৩০ কুইন্টাল। এখানে প্রান্তিক উৎপাদন হলো (৩০−২২) = ৮ কুইন্টাল।

গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে স¤úর্ক : উৎপাদন ব্যবস্থায় গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে স¤úর্ক রয়েছে। নিম্নের চিত্রে AP হ"েQ গড় উৎপাদন রেখা এবং MP হ"েQ প্রান্তিক উৎপাদন রেখা। চিত্রে দেখা যা"েQ

১. প্রান্তিক উৎপাদন বাড়তে থাকলে গড় উৎপাদনও বাড়তে থাকে। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন যখন গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি থাকে তখন গড় উৎপাদন বাড়ে। এজন্য প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদনের উপরে থাকে। চিত্রে ON_1 উপকরণ নিয়োগ ¯Íরে প্রান্তিক উৎপাদন, গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি।

২. প্রান্তিক উৎপাদন যখন কমতে থাকে তখন গড় উৎপাদনও কমতে থাকে। এ অবস্থায় গড় উৎপাদন রেখা প্রান্তিক উৎপাদন রেখার উপরে থাকে। চিত্রে ON_2 উপকরণ নিয়োগ ¯Íরে গড় উৎপাদন, প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে বেশি হয়।

৩. গড় উৎপাদন যখন সবচেয়ে বেশি হয়, প্রান্তিক উৎপাদন রেখা তখন গড় উৎপাদন রেখার সর্বো"P বিন্দুকে ছেদ করে। অর্থাৎ গড় উৎপাদনের সর্বো"P বিন্দুতে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়। চিত্রে ON উপকরণ নিয়োগ ¯Íরে E বিন্দুতে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান।



গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে m¤úK

চিত্রে ভমি অক্ষে (OX) শ্রম উপকরণ নিয়োগ এবং লম্ব অক্ষে (OY) গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে। ON পরিমাণ উপকরণ নিয়োগের পর্বে ON_1 উপকরণ নিয়োগ ¯Íরে MP, AP উভয়ই বৃদ্ধি পায়, তবে MP বেশি হারে বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থাকে উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান ¯Íর বলে। ON উপকরণ নিয়োগ ¯Íরে AP সর্বো"P হয় এবং AP ও MP সমান হয়। আবার ON উপকরণ নিয়োগের পর যেমন ON_2 উপকরণ নিয়োগ ¯Íরে AP, MP উভয় কমতে থাকে, তবে AP এর চেয়ে MP বেশি হারে কমে। অতএব গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে তিন ধরনের স¤úর্ক হ"েQ প্রান্তিক উৎপাদন প্রথম পর্যায়ে গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি, তারপর প্রান্তিক উৎপাদন = গড় উৎপাদন এবং পরবর্তীতে প্রান্তিক উৎপাদন গড় উৎপাদনের চেয়ে কম হয়।

৪.৫ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Marginal Returns)

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটি বাড়ালে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। উপকরণ ব্যবহারের সাথে উৎপাদন বাড়ার এ নিয়মকে অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।

সাধারণত কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে এই বিধিটি কার্যকর হয়। উল্লেখ্য, প্রথম দিকে উপকরণ বাড়ানোর তুলনায় উৎপাদন বেশি হারে বাড়তে পারে। মনে করি আমাদের ভূমি ও শ্রম দুটি উপকরণ আছে। ভূমির পরিমাণ স্থির। প্রথমে শ্রমের পরিমাণ কম থাকায় প্রান্তিক শ্রম বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক শ্রমের জন্য পর্যাপ্ত ভূমি থাকে। একারণে প্রান্তিক শ্রমের বৃদ্ধির চেয়ে প্রান্তিক উৎপাদন বেশি হয়। অর্থাৎ উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত বেশি পরিমাণ উপকরণ নিয়োগ করতে থাকলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে। এর কারণ হলো অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করায় প্রতি একক শ্রমের জন্য ভমি কম থাকে। ফলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। একে বলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি। নিম্নের সচি ও চিত্রের মাধ্যমে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি ব্যাখ্যা করা যায়।

সচির মাধ্যমে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি :

ভূমি (ভূমির পরিমাণ স্থির)	শ্রম উপকরণ (শ্রমিকের শ্রম ঘণ্টা)	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)
১ হেক্টর	১০	A	১০ ”	১০ ”
১ ”	২০	B	২২ ”	১ ”
১ ”	৩০	C	৩০ ”	৮ ”
১ ”	৪০	D	৩৪ ”	৪ ”

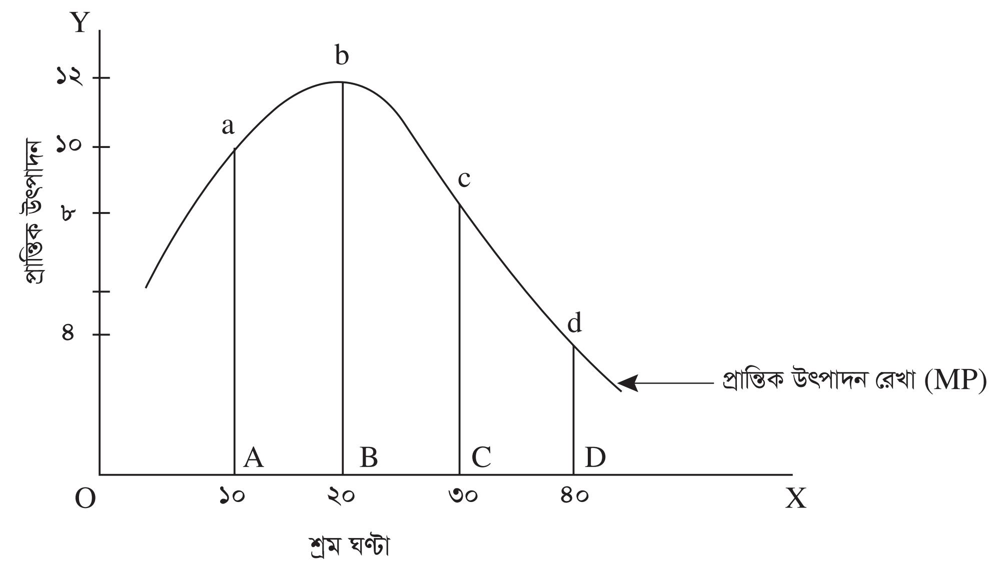
শ্রম ঘণ্টা = ১০, ২০, ৩০, ৪০।
একজন শ্রমিকের এক ঘণ্টার কাজকে এক শ্রম ঘণ্টা বলে।

উপরের সূচি থেকে দেখা যায় যে, ১ হেক্টর জমিতে শ্রম ক্রমাগত বৃদ্ধি করলে প্রথমে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লেও পরবর্তীতে ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। সংমিশ্রন A অনুযায়ী ১ হেক্টর জমিতে ১০ শ্রম ঘণ্টা ব্যয় করে মোট ও প্রান্তিক উৎপাদন হয় ১০ কুইন্টাল। B সংমিশ্রণ অনুযায়ী শ্রম ঘণ্টা দ্বিগুন বা ২০ এ বাড়ালে মোট উৎপাদন ২২ কুইন্টাল এবং প্রান্তিক উৎপাদন (২২-১০) = ১২ কুইন্টাল হয়। এখানে উপকরণ ১০ শ্রম ঘণ্টা থেকে ২০ শ্রম ঘণ্টায়

১ হেক্টর = ২.৪৭ একর, ১ কুইন্টাল = ১০০ কেজি

উন্নীত করলেও প্রান্তিক উৎপাদন পর্বের তূলনায় ২ কুইন্টাল বেশি। প্রথম পর্যায়ের এই উৎপাদনকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বলে। একই ভাবে C সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে একই হারে শ্রম ঘণ্টা (উপকরণ) বাড়ানোর ফলে মোট উৎপাদন বাড়ে। wKন্তু cwন্তK উৎপাদন ১২ কুইন্টাল থেকে ৮ কুইন্টালে নেমে আসে। অর্থাৎ cwন্তK উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে কমছে। উপকরণ বৃদ্ধির সংগে cwন্তK উৎপাদন কম হওয়াকে ক্রমহ্রাসমান cwন্তK উৎপাদন বিধি বলে।

রেখা চিত্রের সাহায্যে ক্রমহ্রাসমান cwন্তK উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা করা হলো :



ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

চিত্রে ভমি অক্ষে (OX) শ্রম ঘন্টা এবং লম্ব অক্ষে (OY) cwন্তK উৎপাদন দেখানো হয়েছে। চিত্রে শ্রম ঘণ্টার ধাপসমহ হ”েQ ১০, ২০, ৩০, ৪০। এদের প্রেক্ষিতে cwন্তK উৎপাদনের পরিমাণ হলো Aa(১০), Bb(১২), Cc(৮), Dd(৪) কুইন্টাল।

cwন্তK উৎপাদন সংমিশ্রণ a, b, c, d বিন্দুগুলো যোগ করলে cwন্তK উৎপাদন রেখা (MP) পাওয়া যায়। MP রেখা সর্বো”P উৎপাদনের পর ডান দিকে নিম্নগামী হয়েছে। অর্থাৎ এখানে ক্রমহ্রাসমান cwন্তK উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে।

৪.৬ উৎপাদন ব্যয় (Cost of Production)

রাজশাহীর নবু মিয়া ২ একর জমিতে লিচু বাগান করেছেন। বাগানে প্রায় ১০০ টি লিচু গাছ আছে। এ বছর বিভিন্ন ধরনের উপকরণ বাবৎ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। লিচুর ফলনও ভালো হয়। নবু মিয়া ও তার ছেলে ঘুম ও আরাম ত্যাগ করে বাদুড় ও অন্যান্য পাখির উপদ্রব থেকে বাগানকে রক্ষা করেন। এই লিচু বাগানের জন্য দুধরনের খরচ হয়। ১. উপকরণ বাবদ ব্যয় অর্থাৎ আর্থিক উৎপাদন ব্যয় এবং ২. ঘুম ও আরাম ত্যাগ অর্থাৎ মানবিক কষ্ট, একে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় বলে।

১. **আর্থিক উৎপাদন ব্যয় (Finacial Cost of Production)** : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করতে উৎপাদককে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। এই উপকরণগুলোর জন্য অর্থ

ব্যয় করতে হয়, কাঁচামালের জন্য ব্যয়, শ্রমিকের মজুরি, যন্ত্রপাতি, স্থির জমি, ঘর, আসবাবপত্র ইত্যাদি। এসব ব্যয়কে আর্থিক উৎপাদন ব্যয় বলে।

২. **প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় (Real Cost of Production)** : এ ধরনের ব্যয় একটি মানবিক ধারণা, যা টাকার অংকে পরিমাপ করা যায় না। যেমন, নবু মিয়া ও তাঁর ছেলের ঘুম ও আরাম ত্যাগ, লেখকের বই লেখার সময়ে আরাম, আনন্দ, বিশ্রাম, ঘুম ত্যাগ। আবার শ্রমিকের শ্রম যোগান দিতে বিশ্রাম ও আরাম ত্যাগ। এ ধরনের ব্যয়কে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় বলে।

৪.৭ প্রকাশ্য ও অ-প্রকাশ্য ব্যয় (Explicit and Implicit Cost)

কোনো উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান ভাড়া বা উপকরণ ক্রয়ের জন্য দৃশ্যমান যে ব্যয় করেন এদের সমষ্টিকে প্রকাশ্য ব্যয় বলে। যেমন উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান বা ফার্মে কর্মরত মানুষের বেতন ও ভাতাদি, কাঁচামাল, মাধ্যমিক দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয়, বিভিন্ন ধরনের স্থির ব্যয় যেমন, বাড়ি ভাড়া, মলধনের সুদ ইত্যাদি।

অ-প্রকাশ্য ব্যয় বলতে উদ্যোক্তার নিজের শ্রমের মল্য ও অন্যান্য ব্যয়, স্ব-নিয়োজিত m¤ú‡`i খরচ যেমন, নিজের বাড়িতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারখানা স্থাপন, অফিস বানানো, ইত্যাদি প্রকাশ করে। এ ধরনের ব্যয় ফার্মের হিসাব বইয়ে থাকে না। যেমন, ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের বেতন পৃথকভাবে হিসেব না করে মুনাফাকে তার সেবার পারিশ্রমিক হিসাবে গণনা করে। এ ক্ষেত্রে মালিকের যেকোনো রকমের ভাতাদি অ-প্রকাশ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য হয়।

কাজ : তোমার জানা মতে একটি উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য ও অ-প্রকাশ্য ব্যয়ের একটি তালিকা তৈরি কর।

৪.৮ ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয় (Personal and Social Cost)

উপরে আমরা আর্থিক উৎপাদন ব্যয়, প্রকৃত উৎপাদন ব্যয়, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়ের ধারণা পেয়েছি। এবার আমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয় স¤úর্কে জানব।

কোনো ফার্ম বা উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স¤úদ বা উপকরণ ক্রয়ের জন্য সরাসরি যে পরিমাণ আর্থিক ব্যয় এবং অপরাপর অ-প্রকাশ্য ব্যয় করে এদের সমষ্টিকে ব্যক্তিগত ব্যয় বলে। এক কথায় উৎপাদনের সাথে জড়িত সব ধরনের প্রকাশ্য ও অ-প্রকাশ্য ব্যয়ের যোগফল হ”Q ব্যক্তিগত ব্যয়।

অন্যদিকে কোনো পণ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করতে অন্য একটি পণ্যের উৎপাদন যে পরিমাণে ত্যাগ করতে হয় ত্যাগকৃত পণ্যের উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত স¤úদের ব্যয়কে সামাজিক ব্যয় বলে। সুতরাং এক অর্থে সামাজিক ব্যয় সামাজিক সুযোগ ব্যয় নির্দেশ করে। কোনো পণ্যের অতিরিক্ত এক একক তৈরি করতে অন্য কোনো পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত স¤úদ ব্যবহার ত্যাগ করতে হয় একে সামাজিক ব্যয় বলে।

এ দুধরনের ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য হ”Q ব্যক্তিগত ব্যয় যা অনেক সময় সামাজিক ব্যয় সৃষ্টি করে। যেমন, শহর এলাকায় বসবাসরত লোকদের মটরগাড়ির ধোঁয়া শহরের লোকদের শারীরিক ক্ষতি করে। এ জন্য সমাজকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বাবদ যে পরিমাণ ব্যয় বহন করতে হয় তাকে সামাজিক ব্যয় বলে। সামাজিক ব্যয় ব্যক্তিগত ব্যয়ে প্রতিফলিত হলেও ব্যক্তিগত ব্যয় সামাজিক ব্যয়ে প্রতিফলিত নাও হতে পারে।

একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয় বোঝানো যায়। মনে কর, তোমার বাড়ি কুষ্টিয়া জেলায়। তোমার এলাকায় খুব বেশি তামাক চাষ হয়। এই তামাক চাষ করার জন্য সমগ্র জেলায় উপকরণ বাবদ ৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এ ছাড়া কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা হিসাবে (যাকে প্রকাশ্য ব্যয় বলে) ১০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এখানে (৫+১০) = ১৫ কোটি টাকা ব্যয়কে প্রকাশ্য ব্যয় বলে। আবার জমির মালিক যারা নিজেরা কাজ করে তাদের মজুরি ও তাদের সংসারের সŠÍান ও ¯¿ীর ত্যাগ স্বীকার বাবদ ব্যয় ধরি ১ কোটি টাকা। অবশ্য এ ধরনের ব্যয়কে অ-প্রকাশ্য ব্যয় বলে। এখানে উপকরণ ব্যয় ৫ কোটি টাকা, প্রকাশ্য ব্যয় ১০ কোটি টাকা, অ-প্রকাশ্য ব্যয় ১ কোটি টাকা। এদের সমষ্টি (৫+১০+১) = ১৬ কোটি টাকা হলো ব্যক্তিগত ব্যয়। বছর শেষে দেখা যায় সমগ্র কুষ্টিয়া জেলায় তামাক চাষ ও তামাক থেকে সিগারেট উৎপাদন করার কারণে ২০ জন লোক ক্যান্সার ও বিভিন্ন প্রকারের রোগে আক্রাŠÍ হয়। তাদের জন্য পরিবার ও সরকারের মোট ব্যয় হয় দুই কোটি টাকা। এই দুই কোটি টাকা ব্যয়কে সামাজিক ব্যয় বলে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উৎপাদন ও উপকরণ বলতে কী বুঝ?

২. কৃষি উৎপাদনে কয়েকটি উপকরণের নাম লিখ।

৩. সংগঠক-এর ধারণা দাও।

৪. cwন্তK উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হয় কেন?

৫. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির মূল কথাটি কী?

৬. আর্থিক ও প্রকৃত উৎপাদন ব্যয়ের ধারণা দাও।

৭. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয় কী? উদাহরণসহ ধারণা দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. উৎপাদন কী? উৎপাদনের উপযোগ সৃষ্টির পাঁচটি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

২. উপকরণ বলতে কী বুঝ? উৎপাদনের উপকরণসমহ ব্যাখ্যা কর।

৩. সংগঠন বলতে কী বুঝ? সংগঠনে বিকাশ কীভাবে হয় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৪. একটি ভালো সংগঠনের বৈশিষ্ট্যসমহ ব্যাখ্যা কর।

৫. মোট, গড় ও cwন্তK উৎপাদনের মধ্যে সম্র্ক ব্যাখ্যা কর।

৬. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা কর।

৭. উৎপাদন ব্যয় বলতে কী বুঝ? ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয় ধারণা দুটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উৎপাদনের উপকরণ কয়টি?

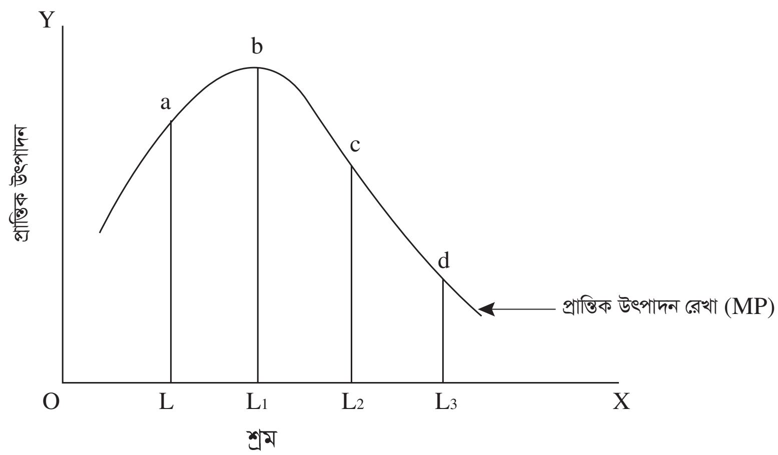
ক. ২টি　　খ. ৪টি

গ. ৬টি　　ঘ. ৮টি

২. কোন ধরনের ব্যয় ফার্মের হিসাব বইতে থাকে না?

ক. স্থির ব্যয়　　খ. মোট ব্যয়

গ. প্রকাশ্য ব্যয়　　ঘ. অ-প্রকাশ্য ব্যয়



উপরের চিত্রটি দেখ এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

৩. সর্ব্বো”P cÖvšÍK উৎপাদন বিন্দুতে শ্রমের পরিমাণ কতটুকু?

ক. OL　　খ. OL_1

গ. OL_2　　ঘ. OL_3

৪. MP রেখার উপরোক্ত আকৃতি থেকে বোঝা যায়-

i. উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে

ii. cÖvšÍK উৎপাদন ক্রমশ কমে

iii. উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কবির একজন ব্যবসায়ী। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর কয়েকটি ফার্নিচারের দোকান আছে। তিনি ৩০ জন কর্মচারীর সাহায্যে কাঠ থেকে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করে দোকানে সরবরাহ করেন। প্রতিটি দোকানের জন্য তিনি আলাদা লোক নিয়োগ করেন। পণ্যের বাজার বি¯Íত করার জন্য তিনি প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে থাকেন। বাজারে তার আসবাবপত্রের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে।

ক. শ্রম কাকে বলে?

খ. ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি বলতে কী বুঝায়?

গ. কবিরের উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কবিরকে কি একজন সফল সংগঠক বলা যায়? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২. হোসেন আলী প্রথম বছর তাঁর নিজের এক একর জমিতে একজন শ্রমিক নিয়োগ করে ৫০ কেজি ধান উৎপাদন করেন। অধিক উৎপাদনের জন্য তিনি পরবর্তী বছরগুলোতে অধিক শ্রম নিয়োগ করে যে উৎপাদন পান তা নিচের সারণিতে দেখানো হলো-

শ্রমিকের সংখ্যা	ধানের মোট উৎপাদন (প্রতিকেজি ২০ টাকা)	ধানের উৎপাদন মূল্য (টাকায়)	প্রান্তিক উৎপাদন
১	৫০	১০০০	১০০০
২	১০০	-	-
৩	১৩০	-	-
৪	১৫০	-	-

ক. মোট উৎপাদন কাকে বলে?

খ. ব্যক্তিগত ব্যয় বলতে কী বুঝায়?

গ. উপরের ছকটি পূরণ করে এর মূল ধারণা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হোসেন আলীর ক্ষেত্রে তোমরা যে বিধিটির কার্যকারিতা লক্ষ করেছ তা বাংলাদেশের কৃষিতে কতটুকু কার্যকর? মতামত দাও।